যুগান্তর

তারিখ ... JUL 27 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫

ঢাবি শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গতকাল ছুটির দিনেও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে -যুগান্তর

ভিসির অপসারণের দাবিতে ছুটির দিনেও ক্যাম্পাস মিছিলে উত্তাল

যুগান্তর রিপোর্ট

গতকাল শুক্রবার ছিল ছুটির দিন। ছুটির দিনও ঢাবি ক্যাম্পাস ছিল উত্তাল। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিল করেছে। স্লোগান দিয়েছে : ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর অপসারণ চাই। ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ছিল শান্তিপূর্ণ। তারা বলেছে, ভিসির পদত্যাগ কিংবা অপসারণ ছাড়া তারা আর ক্লাসে ফিরে যাবে না। যে ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমা ভূলুণ্ঠিত করেছেন তার এ পদে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। তারা বলেছে, প্রয়োজনে দাবি আদায়ের জন্য তারা গণহারে 'ছাত্রত্ব' প্রত্যাহার করবে। ভিসির অপসারণের দাবিতে ৩০ জুলাই দেশব্যাপী হরতাল ডাকা হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে আজ ও আগামীকালের সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আজ বিকালে তলবি সভা ডেকেছে। এদিকে

ক্যাম্পাস : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

ক্যাম্পাস : উত্তাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের সর্বোচ্চ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রক্টরের নেতৃত্বে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে গঠিত 'প্রিফেক্ট' কমিটির সদস্যরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। গতকাল ছুটির দিনেও হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ ছাত্র-শিক্ষক দিনভর ক্যাম্পাসে দফায় দফায় মিছিল সমাবেশ করেছেন। উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে তাদের স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় ক্যাম্পাস। বিক্ষোভকালে তারা ভাষা ইন্সটিটিউট, ইতিহাস বিভাগ ও পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউটের নির্ধারিত মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য করে। সমাবেশ থেকে তারা ঘোষণা করে উপাচার্যের অপসরণ ছাড়া তারা ক্লাসে ফিরে যাবে না, পরীক্ষাও হতে দেবে না। বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চারুকলা ইন্সটিটিউটের শাহনেওয়াজ হোস্টেল থেকে তবু ও সবুজকে মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার 'অপরাধে' ছাত্রদল নেতা রতন বের করে দেন।

গতকাল সকাল ৯টা থেকেই ছাত্রছাত্রীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হতে থাকে। এ সময় তাদের একটি অংশ ভাষা ইন্সটিটিউটে গিয়ে নির্ধারিত পরীক্ষা বাতিল করার অনুরোধ করার পর পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সকাল ১০টা থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী স্লোগানে স্লোগানে কলাভবন এলাকা মুখরিত করে তোলে। এক পর্যায়ে তারা ইতিহাস বিভাগে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শুনে সেখানে উপস্থিত হলে ছাত্র ও শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরীক্ষা স্থগিত করেন। সাড়ে ১১টার দিকে তারা মিছিল নিয়ে টিএসসি হয়ে সায়েন্স এনেক্স ভবনে যায়। সেখানে পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউটে মৌখিক পরীক্ষা চলছিল। ছাত্রছাত্রীদের দাবির মুখে মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে তৃতীয় দফা সমাবেশে মিলিত হয় তারা। সেখানে বক্তৃতা করেন অফি, ববি প্রমুখ। বক্তারা দাবি-দাওয়ার উল্লেখ করে বিকালে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সমবেত হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ শেষ করেন। পরে আইবিএ ভবন এলাকায় অনুষ্ঠিত এক ছাত্রছাত্রী সভায় বক্তৃতা করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দাবিকে যৌক্তিক আখ্যা দিয়ে বলেন, সাধারণ শিক্ষকরা আপনাদের সঙ্গে আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির সমালোচনা করে বলেন, যেই কমিটির প্রধান প্রশাসনের সাফাই গাইছেন এবং অভিযুক্ত প্রক্টর একজন সদস্য সেই কমিটির দ্বারা নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। পরে ছাত্রছাত্রীরা তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে তারা আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বিকাল সাড়ে ৫টায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা টিএসসির ডাস থেকে গণসংযোগ মিছিল বের করে। ডিসি-প্রক্টরের অপসারণ বা পদত্যাগ, হামলাকারী পুলিশের বিচার অন্যথায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগসহ ছয় দফা দাবিতে আজ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র-শিক্ষক সংহতি সমাবেশের সমর্থনে এ মিছিল বের হয়। মিছিলটি টিএসসি থেকে উপাচার্য ভবন, জহুরুল হক হল, এফ রহমান হল, মুহসীন হল, সূর্যসেন হল, জসীমউদ্দীন হল, বঙ্গবন্ধু হল, জিয়া হল হয়ে আবার উপাচার্যের বাসভবনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিছিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উপাচার্যের বাসভবনের সামনে প্রহরারত পুলিশ এ সময় সতর্ক হয়ে যায়। এরপর মিছিলটি ফুলার রোড হয়ে এসএম হল, জগন্নাথ হল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা মেডিকেল, শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে ও ফজলুল হক হল হয়ে দোয়েল চত্বর ঘুরে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে সমাবেশ করে। এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অপি বক্তৃতা করেন। এদিকে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার জন্য উপাচার্য, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরদের দায়ী করে তাদের অপসারণের দাবিতে গতকাল যুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। দুপুর ১২টা থেকে আধা ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। মানববন্ধন সমাবেশে বক্তৃতা করেন সংগঠনের সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ, মোঃ নূর আলম, সাজেদুল হক রুবেল প্রমুখ। বক্তারা বলেন, উপাচার্য ও প্রক্টর মিথ্যাচার করে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা কর্তৃপক্ষীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনার তিনদিন পর গতকাল প্রথম সভার মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু করেছে। তদন্ত কমিটির প্রধান উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারের সভাপতিত্বে উপাচার্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সাত সদস উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রী হল পরিস্থিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ছাত্রী হলে এখনও আতংক বিরাজ করছে। শামসুন্নাহার হলসহ ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও উৎকণ্ঠিত ছাত্রীরা ভয়ে হল ছাড়ছে। তবে ছাত্রদলের যেসব বহিরাগত নেত্রী হলে অবস্থানকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনা ঘটেছিল তারা এখনও হলে রয়েছেন বলে জানা গেছে। সহস্রাধিক ছাত্রীর মধ্যে শামসুন্নাহার হলের অর্ধশত ছাত্রী এখন আছে। আন্দোলনকারী ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা হলে উঠতে পারছে না। এদিকে রোকেয়া হলের বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা বৃহস্পতিবার রাতে হলের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। এ সময় ছাত্রদলের নেত্রীরা প্রশাসন ও ছাত্রদলের বিপক্ষে কোন স্লোগান বা বক্তৃতা প্রদান না করার নির্দেশ দিয়ে অন্যথায় হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোকেয়া হল, মৈত্রী হল ফজিলাতুন্নেছা হল থেকে বিপুলসংখ্যক ছাত্রী বাসাবাড়িতে চলে গেছে। শুধু পরীক্ষার্থীরাই এসব অবস্থান করছে।

নিন্দা প্রতিবাদের ঝড়

ছাত্রী হলে পুলিশের বর্বরোচিত ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ রয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন এ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জানিয়েছে। জাতীয় পার্টির সদস্য শফিউল আলম প্রধান মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন আমলে রাতের অন্ধকারে পুলিশ ছাত্রীদের সম্ভ্রম ও ইজ্জতের দিকে হা বাড়াতে পারে তা দেশবাসীর জন্য এক অসহনীয় অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, কোন অজুহাতেই এ বর্বরতা আড়াল করা যাবে না। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব এটিএম হেমায়েত উদ্দিন হামলা জন্য দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন, নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ সরকার সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক নয়, রং আওয়ামী লীগের মতো সন্ত্রাসী ও ভারবাজদের প্রশ্রয় দিয়ে চলছে।

ছাড়াও যেসব সংগঠনের নেতারা বিবৃতির ধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন রা হলেন– কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মিতির সভাপতি ম আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এমএ বারী, মহিলা আওয়ামী লীগরে সাধারণ সম্পাদক খালেদা খানম, বাকশালের চেয়ারম্যান শরীফ মোঃ আমীরুজ্জামান ও মহাসচিব জয়নাল আবেদীন, প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্টের আখতার কবির চৌধুরী, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক আবিদুর রেজা মুখ। আরও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় ছাত্রসমাজ, জাসদ ছাত্রলীগ, এসোসিয়েশন ফর দ্য প্রটেকশন অব হিউম্যান রাইটস, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও নির্যাতনবিরোধী ছাত্রজনতা।